TO

HIS EXCELLENCY

Earl Lytton, Bulwer Lytton,

BARON LYTTON OF KNEBWORTH,

G. M. S. I., &c.

Viceroy And Governor General

OF INDIA,

THIS

POEM

IS,

WITH HIS EXCELLENCY'S PERMISSION,

MOST RESPECTFULLY

DEDICATED

BY

THE AUTHOR.

ছিন্নঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ।

উপহার।

সবিনয়ে ভবদীয় মাননীয় করে,

করিলাম সমর্পণ এ গ্রন্থ সাদরে॥

নিশ্চয় করুণা করি সর্ব্বদোষ পরিহরি

লইবেন আছে হেন বিশ্বাস অন্তরে॥

পূর্ণিমার নিশা কালে ক্ষুদ্র তারা দেখা দিলে

বিধু কি কখন তারে অবহেলা করে ?

অগভীর কোন নদী অল্প জল আনে যদি

তার কি আশ্রয় লাভ হয়না সাগরে ?

এই ভাবি সঁপিলাম সাহসের ভরে।

বাক্যতরু সমাশ্রিতা বঙ্গের যে ভাষালতা

মুদ্রণশাসনি-বজ্রে বিদীর্ণ এখন।

সেই শুষ্ক লতা লয়ে সঁপিলাম সবিনয়ে

রচিয়া কবিতামালা করিয়া যতন।

এই আশা অভাগার অযোগ্য এ উপহার

কৃপা করি কবিবর! করুন গ্রহণ।

পূর্ব্বভাষ।

কয়েক মাস অতীত হইল সুপ্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেট ও অন্যান্য কয়েক খানি সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

"স্বদেশীয় বা বিদেশীয় কোন স্ত্রীলোকের জীবন চরিত উপলক্ষ করিয়া একটী খণ্ড কাব্য রচনা বিষয়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন তাঁহাকে একটী মেডাল (পাদক) পুরস্কার দেওয়া যাইবে। প্রার্থিগণ ২৫ এ আষাঢ়ের মধ্যে স্ব স্ব রচনার অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।"

আশার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া লুক্রেশিয়ার বিবরণ অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ খানির পাণ্ডুলিপি নিরূপিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

পরীক্ষকেরা এই খানিকেই পারিতোষিকের উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

অনেকের মতে, অহঙ্কারী টার্কুইনের রাজ্যকালীন ইতিহাসে সত্য ঘটনার বিবরণ অতি বিরল। বস্তুতঃ তৎসময়ের ইতিবৃত্ত এতদূর কল্পনামূলক ও অতিরঞ্জিত যে সহজে সত্যের অবধারণা করা যায় না। এই নিমিত্ত আমি লুক্রেশিয়ার জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ে ঐতিহাসিক সাম্য রক্ষা করিবার প্রয়াস পাই নাই। লুক্রেশিয়ার বিষয়ে যেরূপ প্রসিদ্ধি আছে, আমি কোন কোন স্থানে, তাহা অবলম্বন করি নাই। আশা

করি এনিমিত্ত আমাদিগের ঐতিহাসিক-পাঠকেরা বিরক্ত হইবেন না।

এক্ষণে গ্রন্থখানি সমাজে প্রকাশিত করিলাম। সমাদৃত অথবা উপহাস্য হওয়া সাহিত্য-সংস্কারক মহোদয়গণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে।

উপসংহার কালে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ডলিটন মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি উপহার লইতে স্বীকার করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভবানীপুর।
চড়কডাঙ্গা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এই খণ্ডকাব্য মাসে মাসে পত্রিকায় যেরূপ বাহির হইয়াছিল—প্রথমবারে অবিকল তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন কালে দুই এক স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। এবারে রচয়িতা আরও কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংযোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সংস্করণ দ্বয়ের বিশেষতঃ দ্বিতীয় বারের মুদ্রণ কার্য্য অনেক অংশে নিকৃষ্ট হইয়াছিল, এবারে তদপেক্ষা সুচারুরূপে মুদ্রিত করিলাম। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারকার সংস্করণ আদৃত হইলে প্রকাশকের শ্রম সফল হয়।

ভবানীপুর
১লা অগ্রহায়ণ

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

লুক্রেশিয়া।

খণ্ডকাব্য।

প্রথম সর্গ।

প্রদোষের বার্ত্তাবহ শীতল সমীর,
স্থরম্য ইটালী দেশে
ধীরে ধীরে হেসে হেসে
সৌরভ বিতরি চারু, জুড়ায় শরীর।
রোমের প্রসাদচয়
হাসিতেছে শোভাময়
দেখিছে সূর্য্যের দশা গবাক্ষ নয়নে॥
মৃত্ব সমীরণ সঙ্গে
টাইবার খেলে রঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চলে আপনার মনে॥

সহস্র বিভাগ তায়
সহস্র লোচন প্রায়
মধুর সঙ্গীত সম তার কলস্বর ;
শিলীমুখ সমাকুল
বিকশিত নানা ফুল
আনত অননে আহা শোভিছে সুন্দর।
রতি সহ রতিপতি
করে হেথা নিবসতি
কে বলে অমরাবতী ইহার সমান ?
সুন্দর উদ্যান সব
করিয়াছে পরাভব
নন্দনের চারুশোভা মোহিয়া পরাণ।
মনে হেন অনুমানি
প্রকৃতির রাজধানী
ইউরোপে সুবিখ্যাত ইটালী প্রদেশ ;
যত শোভা হেথা আসি
দেখা দেয় হাসি হাসি
বহুবিধ কাব্য হেথা কবিত্ব অশেষ।
রোমের নগর আজ
পরেছে নূতন সাজ
মধুর শোভায় যেন ঢেকেছে ভুবন।

প্রস্তরে নির্ম্মিত পথ
নর-যান, অশ্ব রথ,
হতেছে অদৃশ্য ক্রমে তিমিরে মগন।
পরি বেশ মনোহর
বার দিল শশধর
বিষাদিত প্রভাকর গেল অস্তাচলে;
কমল মুদিল আঁখি
কূজনিয়া যত পাখী
নিজ নিজ কুলায়ের অভিমুখে চলে।
নিরখিয়া চন্দ্রমণি
হাসি কুমুদিনী ধনী
মানিনী আপন মানে রহিল বসিয়া;
শশাঙ্ক প্রমাদ ভেবে
সরসীর জলে নেবে
কুমুদের পাদপদ্ম ধরিল হাসিয়া।
ক্রমশঃ রজনী সতী
মরাল গঞ্জিনী গতি
ধীরে ধীরে ইটালীতে, হাসি হাসি আসিল।
নক্ষত্র ভূষণ তার
কেশপাশ অন্ধকার
সুকেশার গর্ব্ব বুঝি এই বারে নাশিল।

কৌমুদী বসন পরা
রজনী আসিল ধরা
দেখি সুবসনা লাজে প্রবেশিল ভবনে।
নিরখি শশাঙ্ক মুখ
বিষাদে ফাটিল বুক
সুমুখী হারায়ে গর্ব্ব লুকাইল শয়নে॥
সবারে গঞ্জনা দিয়া
ইটালীতে প্রবেশিয়া
ভ্রমিতে লাগিল নিশা পুলকিত মানসে।
এক তানে এক স্বরে
বিভু গুণ গান করে—
চারিদিক হ'তে শুনি—ইটালীর তাপসে॥
মত্ত অলি মধুপানে
কুমুদে তুষিছে গানে
ভ্রমেও নলিনী পানে চাহে না সে কুমতি।
সৌভাগ্যবতীর পাশে
গেছে এবে মধু আশে
ধনী পাশে নীচাশয় চাটুকার যেমতি।
ইটালীর উপবন
হাসিতেছে অনুক্ষণ

কোন দিক্ শোভা পায়
সুবিমল জ্যোৎস্নায়
কোথাও করেছে নিশা তিমির প্রয়োগ।

এক দিক আলো করা
অপর আঁধারে ভঁরা
জ্যোতিঃ অন্ধকার, হায়!
এক সঙ্গে শোভা পায়,
বিরুদ্ধ গুণের তাহে একত্র সংযোগ॥

এক সঙ্গে শিবশিবা
অর্দ্ধ রাত্র অর্দ্ধ দিবা
অস্থিমালা অর্দ্ধ গলে
মণিহার অর্দ্ধে দোলে
আধা বাঘ ছাল আর আধা সুবসন।

অর্দ্ধ অঙ্গ পাংশু বর্ণ
অর্দ্ধ সুবিমল স্বর্ণ;
আধা কেশী আধা জটা
মরি কি রূপের ছটা
অর্দ্ধ অঙ্গে ভস্ম রাজে অর্দ্ধেতে চন্দন॥

যেন আষাঢ়ান্ত কালে
ছাড়ায়ে জলদ জালে,

উঠে যবে প্রভাকর
শোভা ধরে মনোহর
একত্র সূর্য্যের প্রভা বারি বরিষণ।
কিম্বা যথা যোগাশ্রমে
সিংহ সহ মৃগ ভ্রমে
ব্যাঘ্র সহ ভ্রমে ছাগে
ক্রীড়া করি সানুরাগে,
তপের প্রভাবে ঘটে অপূর্ব্ব মিলন॥
দেখরে অমরাবতি! ইন্দ্রের নগর,
দেখ আসি ইটালীতে
তোমাদের লজ্জা দিতে
অলজ্ঘ্য অজেয় রোম শোভিছে সুন্দর।
প্রশান্ত মূরতি তায়
গম্ভীর নিশ্চল কায়
তপে মগ্ন স্থিরভাব যেন ত্রিলোচন।
চেয়ে দেখ ওই ধারে
দাঁড়ায়ে ভীষণাকারে
রোমের অজেয় দুর্গ ভীমদরশন॥
জীবনের দর্পহারী
কালান্তক দণ্ডধারী
নীরব নিশ্চল যেন রহেছে শমন।

কত অস্ত্র মধ্যে তার
কত যে সৈনিকাগার,
অস্ত্রধারী কত যোধ, কে করে বর্ণন?
পারে যাতায়াত হেতু
কেমন সুন্দর সেতু
টাইবার বক্ষে যেন দাসত্ব শৃঙ্খল।
অপরূপ শোভাময়
অগণন দেবালয়
ধাতুতে নির্ম্মিত শোভে দেবতা সকল॥
প্রতিমূর্ত্তি দেবতার
নিরুপম শোভাধার
রোমীয় শিল্পের চিহ্ন সুচারু গঠন।
অশেষ বিপণী হায়!
সারি সারি দেখা যায়
পণ্য দ্রব্যে সুশোভিত রহেছে কেমন।
বিস্তৃত ধরণী পরে রোমের নগর।
অনুপম অদ্বিতীয় অতি মনোহর॥
সুবিখ্যাত হেলেনার শিল্পকরগণ,
অপূর্ব্ব নৈপুণ্যময়
সুরম্য প্রাসাদচয়
করেছে নির্ম্মাণ আহা নয়ন রঞ্জন॥

অই দেখ পুরোভাগে
ইন্দ্রগৃহ কোথা লাগে ?
নয়ন মেলিয়া দেখ নৃপতি ভবন।
অই ছয় সিংহদ্বার
অই সে বিচারাগার
প্রকাশ্য বক্তৃতা-গৃহ অই সুশোভন।
অদূরে পথের পাশে
চারু শোভা পরকাশে
কোলেটিনসের গৃহ দ্বিতল সুন্দর।
চৌদিকে হরিৎ ক্ষেত্র
দেখিলে জুড়ায় নেত্র
সম্মুখেতে উচ্চ স্তম্ভ অতি মনোহর॥
শোভিতেছে দুই ধারে
বর্দ্ধিত আলিন্দাকারে
হেলেনা গৌরব স্থল রোমের উপরে।
বিমল কৌমুদীপ্রভা
বাড়ায় গৃহের শোভা
হাসিছে ভবন যেন দেখি নিশাকরে॥
সুন্দর সুদৃশ্য বাটী
অতিশয় পরিপাটী
বলির ভবন যেন শোভে রসাতলে,

রজনীর সমাগমে
অপরূপ শোভা রোমে
ধরেছে দ্বিতল গৃহ অতুল ভূতলে ॥
এ হেন সময়ে এই আলিন্দ উপরে,
কোমল বয়ান, আহা, অবনত করে,
কে তুমি বসিয়া বালা ?
গলে দোলে ফুলমালা
সুন্দর প্রাসাদ'পরে কে তুমি সুন্দরি ?
কি লাবণ্য ! কি মাধুরী !! আহা মরি মরি !!
শরীরে কি কোমলতা
নয়নে কি সরলতা
কি অপূর্ব্ব ও স্বরূপ বলিব কেমনে ?
ভাবুক ভাবিয়া দেখ কল্পনায়, মনে ॥
বসিয়া আসনোপরে
সে সুন্দরী মৃদুস্বরে
গাইছে মঙ্গলগান আপনার মনে,
শুনিলে তা পিককুল পরমাদ গণে ॥
সমরে গিয়েছে পতি
তা ভাবি কাতরা সতী
বসিয়া করিছে গান,—রোমের প্রাসাদে।
লজ্জা দেয় ও সঙ্গীত কলহংস-নাদে ॥

অই শুন কামিনীর সুমধুর গান,—
শুনিলে জুড়ায় দেহ মুগ্ধ হয় প্রাণ।
"মৃদু সমীরণ, কেনরে এখন,
এখানে ভ্রমণ, করিছ ধীরে।
সমর প্রাঙ্গনে, বহ হৃষ্টমনে,
নাথের চরণে, মাথার কিরে॥
দাসীর বারতা, বহ তুমি তথা,
যথা মহারথা উন্মত্ত রণে।
শুনরে চঞ্চল, পুষ্প পরিমল,
তথা লয়ে চল, পুলক মনে॥
গন্ধ উপহারে, তুষিও তাঁহারে,
কহিনু তোমারে, বিনতি ক'রে।
করিয়া সমর সেই বীরবর,
হইলে কাতর তুষিও তাঁরে॥"
বিরত সে সুধামুখী সুধা বরিষণে।
থামিল অপ্সরা গীতি নন্দন কাননে॥
উঠিয়া ভিতরে যেতে
দেখিলেন নয়নেতে
আলিন্দের দ্বারদেশে পুরুষ মূরতি।
নিরখিয়া চমকিলা সভয়ে যুবতী॥

দেখে ভীম অজাগর
চমকো যেমতি নর,
হায়রে জানকী যেন দেখি দশাননে,
কিম্বা বিম্বাধরা কৃষ্ণা দেখি দুঃশাসনে ॥
কে অই যুবক জন?
হেথা কোন প্রয়োজন ?
কিসের লাগিয়া আজি এসেছে হেথায়,
মদন মোহন বেশে কিরীট মাথায় ?
সুগোল সুন্দর গ্রীবা
বঙ্কিম মূরতি কিবা
বহুমূল্য আভরণে আবৃত শরীর
কি কারণে, কেন হেথা, কেবা অই বীর ?
প্রশস্ত ললাট তাঁর
শিরে মুকুটের ভার
সুগন্ধ রঞ্জিত ঘোর অসিত সুকেশ,
নয়নে কুটিল দৃষ্টি বিলাসির বেশ।
আলিন্দের দ্বারে আজ
ইটালীর যুবরাজ
টার্কুইনবংশজাত বিলাসি প্রবর,
নৃপসুত সেক্সটস্ রসিক নাগর।
সুন্দর বদন তায়
নবশ্মশ্রু শোভা পায়

অতুল তাঁহার কান্তি নবীন যৌবনে ;
পৃথিবীর শোভা যেন মধু আগমনে।
বিলাসের দ্রব্য যত
সব তাঁর হস্তগত
করেছেন ব্যবহার তিনি তা সবার ;
বিলাসের বেশপরা বিলাসী আকার ॥
যেমন ইন্দ্রের গলে
পারিজাত মালা দোলে
দুলিছে তাঁহার গলে কুসুমের হার।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি সর্ব্বদা তাঁহার ॥
আকার সুন্দর বটে
কে জানে কি আছে ঘটে,
কেন আজি এ প্রাসাদে তাঁর আগমন,
লুক্রেশিয়া পাশে তাঁর কোন্ প্রয়োজন ?
দাঁড়াইয়া কি উদ্দেশে
এক হস্ত কক্ষদেশে
শোভিছে অপর হস্ত কপাটের গায়
সুবর্ণ হীরক আভা তাহে শোভা পায়।
চরণে চরণ দিয়া
দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া
বঙ্কিম মূরতি মরি রয়েছে হেলায় ;
গোকুলে মাধব যেন কদম্ব-তলায়।

স্নুন্দর হৃদয় মাঝে
কে জানে কি ভাব আছে
আছে কি না আছে কীট ফুলের ভিতরে ?
কে জানে কি পয়োমুখ কুম্ভের উদরে ?
কে জানে বিমল জল৹
ধরে কি না হলাহল
আছে কি না আছে পাপ স্নুন্দর অন্তরে,
আকার দেখিয়া বল কি বুঝিবে নরে ?
আছে কত অজাগর
নেত্র মন মুগ্ধ কর
(আকারে অন্তরে কিন্তু প্রভেদ বিস্তর,)
বিষের জ্বালায় তার জ্বলে কলেবর ॥
ইটালীর যুবরাজে
দেখিয়া যুবতী লাজে
পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিল অমনি।
রক্তবর্ণ গণ্ডদেশ বাক্যহীনা ধনী ॥
নারীর দেখিয়া লাজ
আরম্ভিলা ধূর্ত্তরাজ
প্রলোভন পরিপূর্ণ মধুর বচন।
(দ্রৌপদীরে সম্ভাষিল কীচক যেমন ॥
"তোমার নিকটে আজি লো স্নুন্দরি।

এসেছে অতিথি প্রেম ভিক্ষা আশে।
ভিক্ষা দাও তারে, অয়ি দানশীলে,
তৃপ্তকর তার প্রণয়-পিয়াসে ॥
নিরখি তোমার মুখ শশধর
এসেছে চকোর সুধার লাগিয়া,
কর পরিতৃপ্ত জীবন তাহার
পূর্ণ কর আশা সুধা বরষিয়া।
যৌবন-কুসুম দেখি বিকশিত।
পরিমল-লোভে এসেছে ভ্রমর,
কর মধুদান শুন প্রাণেশ্বরি!
হয়েছে ব্যাকুল তাহার অন্তর ॥
প্রেম- বারি আশে এসেছে চাতক।
সকরুণ নেত্রে চাও তার প্রতি।
এসেছে রসিক রসের আশায়
সুরসে তোষলো তারে রসবতি ॥
নারীর মাধুরী ফুলের মতন,
পরিমল তার প্রেম আলাপনে।
যদি না সবারে করে বিতরণ
কি কাজ তাহায়—কৃপণের ধনে?
কি কাজ গোলাপে, প্রণয় আলাপে
ভ্রমর কলাপে যদি না সম্ভাষে?

কি কাজ যৌবনে, স্বরূপ-রতনে
যদি প্রেমিকেরে নাহি ভালবাসে ?
পূরাও বাসনা শুনলো প্রেয়সি !
জুড়াও তাপিত জীবন মোর।
তোমার কটাক্ষ তীক্ষ্ণধার অসি,
কেটেছে আমার হৃদয় ডোর।"
অকথ্য অশ্রাব্য কথা বলিল বিস্তর।
বলিবার যাহা ছিল বলিল পামর ॥

অনন্তর মৃদু হেসে
প্রতি উত্তরের আশে

চাহিল কুটিল নেত্রে বামার উপর
দেখিল সে বস্ত্রাবৃত মুখ-শশধর।

বিষাদে কাতরা অতি
আছিল রোমের সতী

শ্রবণে শুনিতে হলো ঘৃণিত প্রস্তাব।
আঁখিতে দেখিতে হলো তার হাব ভাব ॥

নয়নে আসিল জল
ভাসিল সে বক্ষঃস্থল

ভয়েতে কম্পিতা ধনী লাজে অভিমানে।
তা সহ বিষম কোপ উপজিল প্রাণে।

নানা ভাবে কাঁপে সতী
লোচনে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ
(অত্রির নয়নে যেন শোভে শশধর।)
বিষাদে ঘৃণায় ধনী করিলা উত্তর॥
"দূরে যাও দুরাচার
হেথায় এসোনা আর
রোমের পবিত্র কুলে আমার জনম,
রোমের ললনা আমি শোন নরাধম।
যে মুখে বলিলি বাণী
ও মুখ অশনি হানি
এখনি করুন নষ্ট দেব জুপিটর ;
দেবের প্রেয়সী পানে চাহিস্ পামর?
রোমীয়ের কন্যা আমি
রোমীয় আমার স্বামী
কি বলিব কেহ নাই রোমেতে এখন।
থাকিলে শিখাতো তোরে সভ্যতা কেমন।
কাপুরুষ, লজ্জা হীন,
পাপাচার, অর্ব্বাচীন,
তোর সম কেহ নাই রোমের ভিতর।
এই বেলা প্রাণ লয়ে পলায়ন কর।

কেশরীর প্রেয়সীরে
লভিবারে চাহ কি রে
প্রবঞ্চনা-পরায়ণ অধম শৃগাল ?
ইটালি ! এ পাপভার ব'বে কত কাল ?"

দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ক্রোধ,
করিলেক বাক্য রোধ
নীরবিলা বীরবালা সগর্ব্বে বলিয়া ;
কাঁপিল সে ভাব দেখে দুরাত্মার হিয়া।

পাপিষ্ঠ বলিল তাঁরে
"অপরে সহিতে নারে
হেন কটু উক্তি তব, শুন সুলোচনে।
সহিলাম সব আমি তোমার কারণে॥

চিন্তা করো মনে ধনি !
জেনো মোরে কাল ফণী
যদি মোর মণি হও রাখিব মাথায়।
নতুবা দংশিব জেনো নিশ্চয় তোমায়॥

চলিলাম আমি আজ
চিন্তা কোরে কোরো কাজ
কোরোনা কুঠারাঘাত আপনার পায়।
চলিলাম এবে আমি লইনু বিদায়।"

নীরবে রহিলা নারী
গেলা চলি অত্যাচারী
সভয়ে কম্পিতা বালা অর্গলিয়া দ্বার,
আলিন্দের উপরেতে বসিলা আবার।
অসীম গগনোপরে
দেখিলেন শশধরে
দেখিলেন সংখ্যাতীত তারকার দল,
অশেষ চিন্তায় মন হইল চঞ্চল।
বিলপিয়া পতি আশে
উঠে ধনী অবশেষে
আপনার শয্যা' পরে করিয়া শয়ন,
বৃথায় নিদ্রার আশে মুদিলা নয়ন॥
মনোমধ্যে চিন্তা যার
হয় কিহে নিদ্রা তার?
নিদ্রা কভু চিন্তিতের কাছে নাহি যায়।
বিষাদিতা একা নারী রহিলা শয্যায়॥
সে শয্যায় এক মনে
চিন্তা সহচরী সনে
উদ্ধার-উপায় বামা করিলা নির্ণয়।
পতিরে লিখিতে পত্র করিলা নিশ্চয়॥

উঠিয়া প্রদীপ জ্বালি
লইয়া লেখনী কালি
দুঃখ সব প্রকাশিতে লিখিলেন পাঁতি।
স্থির হলো পাঠাবেন পোহাইলে রাতি॥
শুক তারা প্রকাশিল
ক্রমে উষা দেখা দিল
আরক্ত নয়নে বামা বিষাদিত মনে,
তুলিলেন কণ্ঠস্বর উষা সম্ভাষণে॥
"কে তুমি আসিলে বালা বল তুষিতে আমারে।
সুখেছিল কুমুদিনী বিষাদে ভাষালে তারে॥
বিরহে কাতরা অতি
আছিল নলিনী সতী,
তাহারে, লো রসবতি!
তুষিলে সুসমাচারে।
বিষাদে প্রমাদ ভেবে
তিমির পলাল এবে
শশাঙ্ক আসিল নেবে
করিতে শয়ন,—
তব শুভ আগমনে
মৃদু বহে সমীরণে
সুরবে বিহগ গণে
সম্ভাষিছে দেখ তারে॥

হাসিতে আলোক সিন্ধু
সুচারু বদন ইন্দু
ললাটে সিন্দুর বিন্দু
শোভে অরুণ আকারে ॥”
অনন্তর সুবদনী
নীরব হইলা ধনী
দেখিয়া ধরণীপরে উষা আগমন,
পতিরে পাঠাতে পাঁতি করিলা যতন ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

১

এখন রোমের রাত
হইয়াছে সুপ্রভাত
সুস্নিগ্ধ সুগন্ধসহ
বহে মৃদু গন্ধ-বহ
প্রসূনের পরিমল লইয়া যতনে।

২

যেরূপ ধরণীতলে
কেহ ভাসে অশ্রুজলে

কেহবা আনন্দে গায়
তেমনি সংসার প্রায়
সরসে কুমুদ কাঁদে হাসে পদ্মগণে।

৩

তরঙ্গ দলের সঙ্গে
শতদল নাচে রঙ্গে
গুণ গুণ স্বরে বলি
প্রিয় কথা গায় অলি
মানিনী নলিনী তবু না দেয় বসিতে।

৪

ম্লান মুখ শশধর
লুকায় গগনোপর;
অবস্থা না থাকে সম
কভু জ্যোতিঃ কভু তমঃ
এই শিক্ষা যেন বিধি দেখান শশীতে।

৫

প্রভাতে ঈষৎ মেলা
পদ্মে অলি করে খেলা
যেন নেত্র অভ্যন্তরে
কৃষ্ণ তারা নৃত্য করে
নিদ্রা শেষে জাগে যবে মানব নিকরে।

৬

বিহগ বৃক্ষেতে বসি
অস্তগত দেখি শশী
শ্রবণ-রঞ্জন স্বরে
মধুর কাকলি করে
তুষ্ট হয়ে তুষ্টিদান করে চরাচরে।

৭

স্নিগ্ধ নীল নভঃস্থল
শোভিতেছে নিরমল
লোহিত পূরব দিক্
শোভা ধরে সর্ব্বাধিক
অরুণ কিরণে তার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

৮

বালাতপ-তাপে হাসি
অনিল অন্তরে ভাসি
তরু কণ্ঠে উপগতা
ঈষৎ দুলিছে লতা,
আনন্দের ভরে তার উছলে অন্তর।

৯

হাসিতেছে তরুরাজি
হাসিছে ইটালী আজি

হাসিছে অবনীতল
হাসিছে নভোমণ্ডল
হাসাইয়া চরাচরে হাসিছে আপনি।

১০

হাসায়ে মানব দেবে
হাসিছে প্রকৃতি এবে;
কি অপূর্ব্ব চারু শোভা
(ভাবুকের মনোলোভা)
প্রভাতের সঙ্গে আসি ঘিরেছে অবনী॥

১১

করি নিশা জাগরণ
রক্তবর্ণ দুনয়ন
সেক্সটস্ ক্ষুণ্নমনে
বসে আছে সিংহাসনে
কি করিবে কর্ম্ম আজি ভাবে মনে মন।

১২

কভু সুখী সু-আশায়
বিষণ্ণ কখন হায়!
ক্ষুদ্র মেঘ যেন ক্ষণে
চন্দ্রে রাখে আবরণে
ক্ষণেক উজ্জ্বল, ক্ষণে তিমিরে মগন॥

১৩

সৌন্দর্য্যে কি গুণ আছে, কেপারে বলিতে ?
কেন মন বিমোহিত তায় ?
লৌহ যথা চুম্বকের তেমতি মানস
সৌন্দর্য্যের অভিমুখে যায়।
অপেক্ষা করেনা কারো বুঝাতে মানসে,
প্রবোধের নাহি প্রয়োজন।
আপনি রূপের তেজে (অনলের তাপে)
গলে যায় মানবের মন ॥

১৪

একাকী নীরবে বসি চিন্তিত অন্তরে,
রহিয়াছ আপনার মনে।
হায় সেক্সটস্ আজি একি ভাব তব,
কি ভাবিছ বসি সিংহাসনে ?
কি বলিছ মৃদুস্বরে কহনা আমারে
বল মোরে শুনিব এখনি।
হায়রে অবোধ মন, রূপের শিখায়
জ্বলিতেছে দিবস রজনী ॥

১৫

“ দেখেছি সে রূপ আমি যখন নয়নে
কেমনে ভুলিব বল আর ?

কি করিব? সে মূরতি কেমনে পাশরি?
করিব কি হেন অত্যাচার?
টার্কুইন কুলে, হায়! হেন অপবাদ,
দুর্নিবার কলঙ্কের কালি,
অপনীত কোন কালে হইবার নয়,
জেনেও কেমনে দিব ঢালি?

১৬

মরি! কি লজ্জার কথা কি ঘৃণিত কাজ!
কভু যদি প্রকাশিত হয়?
প্রণয় লভিতে তার করিব যতন
কিন্তু হায়! সেভো তার নয়!
ঘৃণিত কখন নয় প্রণয় সংসারে
চির কাল সুখের আলয়।
তবে কেন ক্ষান্ত হব ত্যজিব যতন,
লভিবারে তাহার প্রণয়?

১৭

কোলেটিন মিত্র মম; তার প্রণয়িনী
লুক্রেশিয়া অতুল সুন্দরী।
কেন রে সে বিধুমুখ হেরিলি নয়ন,
হায়! তারে কেমনে পাশরি?

করেছি অনেক চেষ্টা ভুলিতে তাহারে;
হই নাই তাহাতে সফল।
প্রলোভনে সে সুন্দরী হবে না ত বশ;
তা'বলে কি প্রকাশিব বল!

১৮

এ কঠিন মন হায়! গিয়াছে গলিয়া
অন্তরেতে মদন প্রবল।
অপবাদ ভয়ে আমি কেমনে দমিব
চিত্ত মোর—সতত চঞ্চল?
কমল তুলিতে গেলে কণ্টক পরশে
কষ্ট হয় জানি তা নিশ্চয়।
মধুচক্রে মধু আশে করিলে গমন
ক্রোধ করি দংশে অলিচয়।

১৯

তা বলে কমল মধু কে ছাড়ে হেলায়,
কেবা আছে অবোধ এমন?
দুঃখ না করিলে সুখ কে লভে ভূতলে?
লোকে বলে যতনে রতন।
তবে কেন অবহেলা করিব লভিতে
বলে ছলে যে প্রকারে পারি,

অতুল সুন্দরী-কুলে মাধুরী আধার
নিরুপমা লুক্রেশিয়া নারী ?

২০

কিন্তু, কি হইবে সুখ লভিলে সে ধনে ?
অন্তরেতে দেখিব ভাবিয়া।
ক্ষণিক পার্থিব সুখ — নিশার স্বপন
কি করিব এ সব জানিয়া ?
তাহারে ভুলিব আমি থাকিতে জীবন
হেন সাধ্য নাহিক আমার।
কি করিবে তবে আর, রে প্রমত্ত মন !
বল, কি করিবে আর ?
বলে যদি ধর্ম্ম নষ্ট করি অবলার
চিরদিন অপবাদ রবে।
মরিলেও ঘুচিবেনা কলঙ্ক আমার ;
কলঙ্কির মন সুখ কবে ?
ভবিষ্যতে টার্কুইন--বংশধর গণ
সকলেই নিন্দিবে আমারে।
আমা হ'তে জন্মলাভ করিয়াছে বলে
সদা দোষ দিবে বিধাতারে।

২২

ক্ষণিক সুখের লাগি এতকি কহিব
এতকষ্ট সহিব কেমনে ?

ধিক বীরদর্পে মম ধিক্ বীরসাজে
শতধিক্ এপাপ জীবনে।
মিত্র মম কোলেটিন, কোন অপকার
করে নাই কখন আমার।
পশিয়া তাহার গৃহে করিব কেমনে,
কামবশে হেন অত্যাচার ?

২৩

কে জানে কি বিষ আছে নারীর নয়নে
হরিবারে হিতাহিত জ্ঞান।
হেন শক্তি নাই যাহে ছাড়ি প্রলোভনে
সদা তারে করিতেছি ধ্যান।
কেন এত চিন্তা করি কিসের লাগিয়া ?
——স্থন্দরীর সব মনোহর।
সৌন্দর্য্যের কাছে সবে পরাজয় মানে
বাক্যহীন হয় বাগ্মিবর ॥

২৪

সন্দেহের ছায়া পড়ে যেথানে মানসে
সেথা থাকে কি প্রণয় ?
কেন তবে চিন্তা করি; কিসের সন্দেহ
স্থন্দরীর সঙ্গমে কি ভয় ?

ভাসাব প্রেমের তরি যৌবন সাগরে
এ বাসনা নাবিক আমার।
অপবাদ তুফানেতে ডুবিবে না তরি
সে রতনে পাব পুরস্কার।

২৫

সন্দেহ সঙ্কুল চিন্তা দূরে যাও তবে
কেন মনে রহিয়াছ ভয়?
বুদ্ধি, গুণজ্ঞতা, যাও বৃদ্ধের নিকটে,
সাহসেরে করিব আশ্রয়।
সে নয়ন বাণ, আহা সরলতা মাখা,
পশিয়াছে বিঁধিয়া মরমে।
করিয়াছি প্রণয়ের পথে পদার্পণ
তবে আর কাজ কি সমরে॥

২৬

লিখিব তাহারে পত্র প্রলোভন পূর্ণ
অর্দ্ধ রাজ্য চাহিব দানিতে।
তাহে সে রমণী যদি না করে স্বীকার
কর্ম্ম সিদ্ধ হবে রজনীতে॥
বসে সে অমৃত আমি করিবরে পান
কভু নাহি শুনিব বারণ
সে মুখ সুধাংশু জিনি, যুগল লোচন
বুঝিলাম ইহার কারণ॥"

২৭

কামে মত্ত সেক্সটস্ এতেক কহিয়া
প্রেম পত্র লিখিল তাঁহারে।
প্রেরণ করিয়া লিপি বাহকের হস্তে
বসিলেক চিন্তার আগারে॥
কতই ভাবিল হায়! আশার ছলনে,
কেবা পারে করিতে নির্ণয়?
কতই তুষিল আশা সুস্বরে তাঁহারে,
সে প্রবোধ কত মধুময়!

২৮

বাখানি ক্ষমতা তব আশার প্রবোধ!
ধন্য আশার মহিমা।
তোমার ছলনে হয় দুঃখ রোধ
ক্ষমতার নাহি তব সীমা॥
দরিদ্র ছলনে তব নরপতি হয়
বিচারে দণ্ডিত পায় পরিত্রাণ।
আশা তব ছলনায়
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায়
বৃদ্ধগণ হয়ে থাকে যুবার সমান,
ভীত ত্যজে ভয়।

২৯

শমন কেশেতে যার করেছে ধারণ
সেও সুখী তব ছলে।
সর্ব্বজন শুনি তোমার বচন
প্রাপ্ত হয় সান্ত্বনা ভূতলে॥
আকাশে কুসুম ফুটে প্রতাপে তোমার
বিকশে নলিনী পর্ব্বত উপরে।
মরুভূমে অনুক্ষণ
মৃগতৃষ্ণা-মগ্ন জন
কষ্ট নহি প্রাপ্ত হয়, দেবি! তব বরে
আনন্দ অপার।

৩০

একাকিনী ত্রিভুবনে সবার অন্তরে
দিতেছ সান্ত্বনা তুমি।
তোমা বিনা কেবা আছে চরাচরে
আশা হীন আছে কোন ভুমি?
এ হেন ক্ষমতা কার এ বিশ্বে বলনা?
আছে বল কার শকতি এমন?
আকাশে কুসুম ফুটে
বিজ্ঞানের গর্ব্ব টুটে
তোমার প্রভাবে হয় অসাধ্য সাধন;
ধন্য এ ছলনা।

৩১

ভাই সে বাখানি তোমা জ্ঞান হীন আমি
ভুলি তোমার ছলনে।
জানি না হইব কোন পথ গামী
মজিয়াছি তোমাতে ললনে।
নিশ্চয় মরিবে যেবা সেও তব বরে
জীবন ধরিতে করে লো বাসনা।
কি মোহিনী জান বালা
জুড়াও সবার জ্বালা
সকলেরে দান কর অশেষ সান্ত্বনা
ভুলাও সকলে।

৩২

তোমার ছলনে ভুলে সেক্সটস্ এবে
লভিছে পরম সুখ।
তোমার ছলনে আপনার ভেবে
দেখিতেছে লুক্রেশিয়া-মুখ।
সতীরে ভুলাতে চায় রাজ্য প্রলোভনে
তোমার সহায়ে ভুবনমোহিনি!
তোমার প্রবোধ কথা
নাশিয়াছে মনোব্যথা
দূরে গেছে সর্ব্বচিন্তা কষ্ট প্রদায়িনী
তোমার ছলনে।

৩৩

দূতের প্রতীক্ষা করি উৎসুক হৃদয়ে
রহেছে নীরবে বসি।
দেখিছে ভুবন লুক্রেশিয়াময়
পদতলে ফেলিয়াছে অসি।
ঢুলিছে মস্তক তার নিদ্রার আবেশে
কিরীট ঢুলিছে মাথার উপর।
তথাপি বসিয়া হায়!
প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায়
রহেছে; নিদ্রার এবে নাহি অবসর,
কামের আদেশে।

৩৪

ধীরে ধীরে রাজদূত হলো সমাগত
করে প্রত্যুত্তর লয়ে।
বন্দিয়া তাহারে পত্র নত শিরে
সমর্পণ করিল সভয়ে॥
সাগ্রহে স্বকরে পত্র করিল গ্রহণ।
পরে সে বাহকে দিলেক বিদায়।
আশার ছলনে ভুলে
পড়িলেক পত্র খুলে
সে লেখনী কি লিখেছে দেখিলেক হায়!
উন্মীলি নয়ন।

৩৫

"রোমের দেবতাগণ শিক্ষা দিবে তোরে
কাপুরুষ নরাধম !
মিত্রতা কলঙ্ক পশুজন্ম ধ'রে
এ যে তোর আকাঙ্ক্ষা বিষম !
পাপ যদি ধরাতলে অবতীর্ণ হয়
তোরে নিরখিলে সেও লজ্জা পায়।
পাপ শিখাইতে পাপে
বিষ দিতে কালসাপে
হয়েছিস্ অবতীর্ণ তুই কি ধরায় ?
ওরে দুরাশয় !"

৩৬

ভ্রুকুটী কুঞ্চিত হলো ললাট লোচন
আঁখি রক্তিম বরণ।
সবলে ভূতলে রাখিল চরণ
মিলিলেক দশনে দশন।
শিরায় শোণিত বহে কাঁপে ওষ্ঠাধর
আপাদ মস্তক কাঁপিতেছে রাগে।
সঘনে নিশ্বাস বয়
নাসিকা স্ফুরিত হয়
দাঁড়াইয়া সেক্সটস্ আসনের আগে
কাঁপে থর থর।

৩৭

অগ্নিতপ্ত পাষাণেতে সুশীতল জল
হায়! পড়িলে যেমন,
ঘোর শব্দ করি ফাটেরে অচল,
(স্বভাবের সাদৃশ্য কেমন!)
তেমতি এ অনুরাগে নিরাশার বারি
পড়িয়াছে, এবে হতাশ প্রণয়!
তাই সে বিষম ক্রোধ
করিয়াছে জ্ঞানরোধ
হানিয়াছে প্রাণে এবে শেল দুরজয়
লুক্রেশিয়া নারী।

৩৮

কহিতে লাগিল দুষ্ট আপনার মনে
আজি লব প্রতিশোধ।
অনেক সহেছি সহিব কেমনে—
অপমান ইটালীর যোধ?
প্রকাশ করিব মম ক্ষমতা অপার।
তার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব নিশ্চয়।
সহিয়াছি অপমানে
আর কত সব প্রাণে
সহিতে পারে না আর আমার হৃদয়
সহিবনা আর।

৩৯

বধিবরে আজি তার বধিব জীবন
আপনার শয্যার উপরে।
সঙ্গে ক্রীতদাস লব এক জন
বধিব দাসেরে তার ঘরে।
ক্রীতদাস সঙ্গে মৃতা হবে লুক্রেশিয়া
বলিব দাসেরে উপপতি তার।
জগতে কলঙ্ক রবে
প্রকাশিব আমি যবে
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি করেছি সংহার
এ কার্য্য দেখিয়া।

৪০

বিষাদে বিবর্ণ হবে কোলেটীন বীর
তার কাঁপিবে হৃদয়।
কলঙ্ক সাগরে ডুবিবে শরীর
মনে সদা রবে লজ্জা ভয়॥
স্পুরিয়স্ পিতা তার হইবে পাগল
বুদ্ধি হীন হবে লাজে অভিমানে।
পাইবে বিষম ব্যথা
লজ্জায় কবে না কথা
বিষম কলঙ্ক শেল বাজিবে পরাণে,
করিবে চঞ্চল।

৪১

অথবা কৌশল-বলে সাধিবরে কাজ
নিশাযোগে আমি।
রব লুকাইয়া তার গৃহে আজ
নাহি হেথা এবে তার স্বামী॥
যখন নিদ্রিতা হবে শয্যায় সুন্দরী
সাবধানে আমি ধরিব তাহায়,
ভাঙ্গিব তাহার লাজ
বলেতে সাধিব কাজ
অতুল আনন্দ পাব যার জন্য হায়!
কষ্ট সহ্য করি।

৪২

লাজেতে নারিবে নারী প্রকাশ করিতে,
একথা কাহারো কাছে।
বশ হবে মোর হেন লয় চিতে,
রমণীর কত শক্তি আছে?
বলে যদি পবিত্রতা নারে রাখিবারে
যদি ধর্ম্ম তার অপহৃত হয়,
তা হলে বশতা পাবে
অভিমান দূরে যাবে
করিবে না হেন কথা প্রকাশ নিশ্চয়
ধরণী মাঝারে।

৪৩

অতএব করিলাম এই দৃঢ় পণ—
রজনীতে অদ্যকার বিনাশিব গর্ব্ব তার
সেক্সটসে বাধা দিতে পারে কোন্ জন ;
যেই কথা সেই কাজ নিশ্চয় করিব আজ
এ প্রতিজ্ঞা সেক্সটস্ করিবে পালন।”
—এত বলি কক্ষান্তরে করিল গমন।

তৃতীয় সর্গ।

১

দিবস হইল শেষ
অস্তাচলে গেল দিনমণি।
পরিয়া আপন অপরূপ বেশ
ধীরে ধীরে শ্যামাঙ্গিনী আসিল রজনী।
ঝিল্লী পেচকাদি যত নিশাচর
প্রকাশিল নিজ কণ্ঠস্বর
ক্রমে দিক্ সমুদয়
হইল আঁধার ময়
গম্ভীর নূতন সাজে সাজিল ধরণী
দৃশ্য মনোহর!

২

নীরব জগতে আজি
বহিতেছে মৃদু সমীরণ।
পরশে তাহার কাঁপে তরুরাজি
প্রকৃতি কি চারু শোভা করেছে ধারণ।
বসে লুক্রেশিয়া কক্ষে আপনার
একাকিনী অর্গলিত দ্বার।
প্রফুল্ল বদনশশী
নীরবে আছেন বসি
কল্য পতি আসিবেন করিয়া শ্রবণ,
আনন্দ অপার।

৩

তাঁর পত্র হৃদে ধরি
দেখিছেন সতৃষ্ণ-নয়নে।
হায় কতক্ষণে যাবে বিভাবরী
তুষিবেন কোলেটিন শুভ আগমনে।
উঠেছে উথলি সুখ-পারাবার
মনে সুখ ধরেনাকো আর
চঞ্চল হয়েছে মন
সন্তোষেতে নিমগন
কে জানে রজনী আজি পোহাবে কেমনে,
এই চিন্তা তাঁর।

৪

পরে গবাক্ষ খুলিয়া
দেখিলেন সুস্থির লোচনে।
নাচিয়া কাঁপিয়া হেলিয়া দুলিয়া
চলিতেছে টাইবার কলকল স্বনে।
শোভিছে সুন্দর চন্দ্রের কিরণ
বিনিন্দিয়া রজত বরণ;
স্ফীতবক্ষে বীচিমালা
অসংখ্য দেখিলা বালা
তালে তালে নৃত্য করি করিছে গমন,
আপনার মনে।

৫

চাহি দেখিলেন সতী
দ্রুতপদে চলে টাইবার
যেন মহাবীর রণ ব্রতে ব্রতী
সমরে উন্মত্ত হয়ে চলে অনিবার।
লুক্রেশিয়ার ভাগ্যে কি আছে জানিয়া
দুরদুর কাঁপিতেছে হিয়া।
তাই বুঝি শীঘ্র করি
পাপ-রোম পরিহরি
লজ্জায় লুকাতে যায় সাগরে পশিয়া,
কি করিবে আর?

৬

টার্কুইন অত্যাচারে
সহ্য করি লাজে অভিমানে
যেন অভিশাপ দিয়ে বিধাতারে
দ্রুতগতি চলিতেছে সাগরের পানে।
শোভে জলোপরি অশেষ তরণী,
শোভা দেখি মোহিতা ধরণী ;
টাইবার বক্ষোপরি
চন্দ্রের আলোকে মরি
দীপ্তি পায় কত তরী সুন্দর বরণী
জুড়ায় পরাণে ॥

৭

উঠিছে বসিছে কভু
পতিপ্রাণা আপনার মনে।
"হায় কতক্ষণে আসিবেন প্রভু
নাশিবেন মনোদুঃখ হায় কতক্ষণে।"
সতীর মানসে সর্ব্বদা আমরি!
এইরূপ চিন্তার লহরী
উঠিতেছে অনুক্ষণ
আকুল করিয়া মন
ভাবিছেন একমনে কাতরা সুন্দরী
হৃদয়-রঞ্জনে ॥

৮

প্রকাশিয়া সুধাম্বর
গাইলেন সুমধুর গান,
ওই শুন শুন ভাবুক প্রবর
বসন্তে কোকিল বাণী মোহিছে পরাণ!
আশার আশ্বাসে এবে তাঁর মন
সুখজলে আছে নিগমন
সুধামুখী সুধাম্বরে
তাই বুঝি গান করে,
হয়েছে আশার ছলে সুখ অগণন
দুঃখ অবসান॥

৯

কেদারা

লাজহীন শশধর লুকাওগে অস্তাচলে।
কেমনে হাসিছ বসি সুনীল গগন-তলে॥
বদনে বিমল হাসি
অঙ্কেতে কলঙ্ক রাশি
এ কি রীতি নিশাপতি
মানে মানে যাও চলে
এ দৃশ্য বিষম বাজে
ছিছি মরি মরি লাজে
মুছগে কলঙ্ক লেখা
পশ্চিম জলধি জলে॥

১০

আশায় মনের সুখ
আশার কুহকে তুষ্ট মন।
ভাবিতে ভাবিতে বল্লভের মুখ
নিদ্রাবেশে লুক্রেশিয়া করিলা শয়ন।
উপাধান পরে রাখিলেন শির,
চারু আঁখি হইল সুস্থির
নিঃশব্দে বহিছে শ্বাস
উন্মুক্ত কবরী-পাশ
পর্য্যঙ্কে নিশ্চল ভাবে সুন্দর শরীর
মুদ্রিত নয়ন!

১১

শান্তির কোমল কোলে
নিদ্রা যায় এবে লুক্রেশিয়া
কেহেন ভূতলে, সেই চিত্র তোলে
দেখরে ভাবুক জন নয়ন ভরিয়া!
মানস-সরসে নয়ন-রঞ্জিনী
সুখসুপ্তা যেন কমলিনী।
কিম্বা যেন অনুপমা
কেশব-বাসনা রমা
ক্ষীরোদ-সাগর তলে কমল-বাসিনী
নিদ্রায় মজিয়া।

১২

তুলনা কি দিব আর
স্বর্গে যেন নিদ্রিত-কিন্নরী,
সুধাপানে তৃপ্ত সুধার আধার
কুসুম-কোমল শয্যা সমুজ্জ্বল করি।
পবিত্রতামাখা সরলতাময়
আকারের তুলনা না হয়।
সুষুপ্তা সুন্দরী সুখে,
স্বেদ-বিন্দু শোভে মুখে
কমলেতে শিশিরের যেন বিন্দুচয়,
কি শোভা আমরি!

১৩

সেক্সটস্ হেনকালে
ত্যজিলেক পর্য্যঙ্কের তল।
এতক্ষণ হায়! ছিল অন্তরালে
এবে সাবধান হয়ে উঠিল চঞ্চল।
হায় রে পাপিষ্ঠ তস্কর যেমতি
সযতনে উঠি পাপমতি
নিঃশঙ্কে সতর্ক হয়ে
চারিদিক চাহি ভয়ে
ধীরে ধীরে আগুসারে বিহীন-শকতি
দুরজন খল।

১৪

তরু যেন ভূকম্পনে,
চলিবারে প্রতিপদে হায় !
তার হস্তপদ কাঁপিছে সঘনে
ততই অধিক কাঁপে যত আগে যায়।
সতত চঞ্চল মানস তাহার
শক্তি কিছু নাহি চলিবার ;
যত যায় পুরোভাগে
চরণে চরণ লাগে
চিন্তাকুল পাপ মন স্থির নহে আর
বুদ্ধি না যোগায় ॥

১৫

দেখিলেক আঁখি ভরি
অনঙ্গে ব্যথিত যুবরাজ,
নিদ্রায় বিবশা, শয্যাপরে মরি !
পতি-সোহাগিনী বালা রহিয়াছে আজ।
মৃদু বংশীধ্বনি করিলে শ্রবণ
মুগ্ধ হয় ভুজঙ্গ যেমন
মত্ত রূপ-সুধাপানে
সেইরূপ একস্থানে
দাঁড়ায়ে রয়েছে দুষ্ট, দেখিয়া মদন
হরিলেক লাজ।

১৬

অস্থির তাহার মন
ধন্য কাম ক্ষমতত্র তোমার!
তোমার বিক্রমে কাঁপে ত্রিভুবন
দেশ গ্রাম নগ নদী হয় ছার খার।
বাসনা-অনলে মানস পতঙ্গ
তব গুণে পড়িছে অনঙ্গ
তব পরাক্রম বলে
বিরাগির মন টলে
হিতাহিত বোধ নাশি কর কত রঙ্গ
ভুলাও সংসার।

১৭

কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা
নাহি থাকে কামুকের মনে।
সদা চেষ্টা করে পূরাতে বাসনা
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ মনে নাহি গণে।
সাধুজন হয় অসৎ আশয়
মুহূর্ত্তেতে কাঁপে লোকত্রয়
অনঙ্গ হানিলে শর
মুগ্ধ হয় চরাচর
অবোধ মানস আহা! কিসে স্থির হয়,
কাম প্রলোভনে?

১৮

সেই ধন্য ধরাপরে
কামাদির প্রবৃত্তিনিচয়
মনস্থির করি দমন যে করে ;
প্রলোভনে যায় মন মুগ্ধ নাহি হয়।
কিন্তু কুপ্রবৃত্তি করিতে দমন
ধরা'পরে পারে কয়জন ?
বল দেখি কয়জন
দৃঢ় করি বাঁধে মন ?
অসৎ প্রবৃত্তি আর কাম প্রলোভন,
কার বশে রয় ?

১৯

হলো বাসনা প্রবল
চুম্বিবারে তার বিম্বাধর।
পালঙ্কে উঠিতে চাহিল চঞ্চল
হায় ! কিন্তু শক্তি নাই কাঁপে থর থর !
উঠে একবার পর্য্যঙ্ক উপরে
ভীত হয়ে নামে শীঘ্র ক'রে
পুনঃ পুনঃ আসে যায়
সাহস আসে না হায় !
মরমে পীড়িত কিন্তু অনঙ্গের শরে
অঙ্গ জর জর !

২০

সাহসে নির্ভর করি
উঠিলেক শেষে দুরাশয়।
সেই শয্যা'পরে নিদ্রিতা সুন্দরী
মস্তকেতে কাল ফণী মনে নাহি ভয়!
হায়রে অবোধ! জানে না যে আজি
কাছে দস্যু আসিয়াছে সাজি
নিকটে এসেছে যম
প্রকাশিতে পরাক্রম
দাবানল মাঝে হায়! শোভে তরুরাজি
অবোধ হৃদয়!

২১

চাপিল যুগল কর
আপনার করযুগ দিয়া
সবিস্ময়ে ভয়ে কাঁপিয়া সত্বর
পবিত্রতাময়ী বালা দেখিলা চাহিয়া।
ভয়ে জড়সড় লাজে মৃত প্রায়
অপমানে কাঁপিলা ঘৃণায়।
চক্ষেতে পড়িল জল
সুপবিত্র নিরমল
ধর্ম্মনাশ ভয়ে ভীতা, কাঁপিতেছে হায়!
সতী লুক্রেশিয়া।

২২

বলে বালা সবিনয়ে—

(লজ্জা ভয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ তার।)

এই কি সৌজন্য? রাজপুত্র হয়ে,

কুলের পৌরুষ হায় এই কি তোমার?

আপনার স্থানে কর হে গমন

রাজধর্ম্ম নহে তো এমন।

কি আর অধিক কব

রোমেতে জনম তব

রোমীয় যোধের ধর্ম পাশরি এখন

পাশে অবলার?

২৩

নিজ স্থানে যাও চলি।

আপনার কর্ম্মে দাও মন;

ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট হয়োনাকো বলি!

সবার নিশ্চয় জেনো হইবে মরণ।

নিজেরে পুরুষ জান যদি সার

পুরুষত্ব রাখ আপনার

ইটালীর যুবরাজে

কভু কি নীচত্ব সাজে?

পশু বলে নষ্ট কভু করোনা আমার

পবিত্রতা ধন।

২৪

মিত্র তব মোর পতি;
তাঁর পত্নী জানিয়াও মনে
কেমনে তোমার হ'লো হেন মতি ?
হায় ! হেন পাপ বাঞ্ছা করিলে কেমনে ?
মিত্রের অন্তরে হেন মনস্কাম ?
মিত্রতার এই পরিণাম ?
মিত্রতাবরণে ঢাকি
হেন বাঞ্ছা মনে রাখি
কলঙ্কের হ্রদে চাহ ডুবাইতে নাম—
যশের রতনে ?

২৫

'মিত্র পত্নী ভগ্নী সমা'
সুপ্রসিদ্ধ নীতির বিধান
লঙ্ঘিলে পাপের মিলে না উপমা
অনন্ত যাতনা অন্তে সহিবে পরাণ।
অতএব আমি বলি সবিনয়ে
দয়া যদি থাকে হে হৃদয়ে
অভাগীরে পরিহরি
চলে যাও কৃপা করি
লভিবে অতুল যশ কাম রিপু জয়ে
ঋষির সমান।"

২৬

এইরূপে মৃদুভাবে
কত বাক্য কহিল কামিনী
পবিত্রতা নাশ নিবারণ আশে ;
চোরা নাহি নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।
পশিল সকলি শ্রবণ-বিবরে
পশিল না মনের ভিতরে ;
কামেতে মেতেছে চিত
ধর্ম্মজ্ঞান অপনীত
কুপ্রবৃত্তি পাপিষ্ঠের রয়েছে অন্তরে
ধর্ম্ম-বিনাশিনী।

২৭

কহিল পাপিষ্ঠ তাঁরে।
"প্রভাকর নলিনীর পতি,
তা বলে সুন্দরি ! কহ না আমারে
যায় না কি মন তার ভ্রমরের প্রতি ?
আমি অলি—তুমি ফুল্ল কমলিনী ;
কৃপা করি শুন, বিনোদিনী !
অলিনে নলিনে যথা
গোপনে হয় লো কথা
তোমাতে আমাতে কেন না হবে মানিনি !
বল না তেমতি ?"

২৮

শুনি এ সব শ্রবণে,
একে একে লজ্জা, ক্রোধ, ভয়,
নানা ভাব হায়! আসিলেক মনে ;
কতই কহিল বামা করিয়া বিনয়,
সকোপে বলিল কতই বচন,
প্রবোধিল তারে কতক্ষণ।
কিন্তু সে সকলি হায়!
ভস্মেতে ঘৃতের প্রায়,
প্রবোধের কোন কথা করে না শ্রবণ
কামির হৃদয়।

২৯

রোমাঞ্চিত কলেবর
ঘর্ম্মে সিক্ত হয়েছে বসন।
কম্পিত শরীর; ভগ্ন কণ্ঠস্বর
নয়নেতে অশ্রু ঝরে বিবর্ণ বদন।
নাসারন্ধ্র দিয়া নিঃসরে অনল
দুর দুর কাঁপে বক্ষস্থল
ভয়ে, লাজে, অপমানে,
প্রাণে যেন শেল হানে
আলু থালু অনুপম অসিত কুন্তল
নিষ্পন্দ নয়ন।

৩০

সংজ্ঞাহীন হ'ল বালা
দেহে আর নাহিক চেতন।
সহিতে না পারি কুবাক্যের জ্বালা
নিশ্চেষ্ট হইল দেহ স্তম্ভিত জীবন।
তথাপি লম্পট প্রবোধ না মানে
চুম্বিলেক নিশ্চেষ্ট বয়ানে।
পাষাণ হৃদয়ে তার
নাহি লেশ করুণার
হরিয়া চলিয়া গেল আপনার স্থানে
পবিত্রতা ধন।

৩১

সংজ্ঞা লাভ করি কাঁদে লুক্রেশিয়া
দুঃখে অপমানে দহিতেছে হিয়া
স্বেদ ধারা হায়! শোভে অঙ্গময়—
"দুবার যে ধন হারাবার নয়
হারায়ে সে ধনে, কি কাজ জীবনে?"
এই চিন্তা তার উঠিলেক মনে।

৩২

"শুন দয়াময়ি! শুন লো রজনি!
পোহায়ো না আর কৃপা করি ধনি,

প্রভাতের জ্যোতিঃ দেখিব না আর,
আর বহিব না পাপদেহ ভার
অমূল্য রতন নারীর জীবন
কেমনে বাঁচিব হারায়ে সে ধনে ?"

৩৩

অনন্তর "শেষ কথা" শিরোনাম দিয়া ;
পতিরে লিখিল এই পত্র লুক্রেশিয়া ঃ--

৩৪

"প্রাণনাথ !
তব পদে অভাগিনী মাগিছে বিদায়
প্রসন্ন মানসে আজি বিদাও তাহারে।
কলঙ্কিনী কলঙ্কিত ত্যজিবে জীবন
দেখাবেনা পাপ মুখ পাপিনী সংসারে।
সেক্সটস্—টার্কুইন কুলের কজ্জল,
দিয়াছে কলঙ্ক কালি আমার অন্তরে।
পশু বলে অত্যাচার করেছে অপার
কলঙ্ক লুকাতে আজ যাব লোকান্তরে ॥

৩৫

অমূল্য রতন সম পবিত্রতা নিরুপম
ভূতলে অতুল যেই নারীর জীবন।
সে জীবন হারা হয়ে এ ছার জীবন লয়ে
কেমনে ধরণীপরে করি বিচরণ ?

চারিদিক অন্ধকার শূন্যময় চারিধার
কালানল পরিপূর্ণ জগৎ এখন।
শমন সদনে তাই কলঙ্ক লুকাতে যাই
ক্ষমা কর প্রাণসখে—এই নিবেদন।

৩৬

জনমের মত দাসী মাগিছে বিদায়
তাহারে বিদায় দান কর হে সত্বরে।
এদুঃখ রহিল মনে না দেখিয়া শ্রীচরণে
অসহায়া অভাগিনী লুক্রেশিয়া মরে।
আঁধারিয়া চলাচলে অত্যাচারী পশুবলে
পরশিল অঙ্গ মম সাহসের ভরে।
হবেনাকো দেখা আর তব সনে প্রাণাধার
চলিলাম—চলিলাম জনমের তরে॥
কি আর বলিব নাথ! হয়ে গেছে বজ্রপাত
পড়েছে গোমূত্র বিন্দু দুগ্ধের উপরে॥
করিয়াছি কত দোষ ক্ষমা করো ত্যজ রোষ
দুঃখিনী ভেসেছে আজ বিষাদ সাগরে।
সহেছি যে অত্যাচার তব যোগ্য নহি আর
তোমার অঙ্কের লক্ষ্মী হউক অপরে।
পার যদি সহ্য কর পার যদি ধৈর্য্য ধর
সেক্সটস্ রোমীয়ের অপমান করে।
বলিও ইটালী মাঝে একথা, (মরিব লাজে)
নাশিব আপন প্রাণ আপনার করে॥

প্রাণ বায়ু বায়ু সঙ্গে মরিয়া মিশাব রঙ্গে
"প্রতিশোধ" এই শব্দে বহিব জগতে।
প্রলয় পবনাকারে গাব রোমে দ্বারে দ্বারে
'প্রতিহিংসা' গান গাব স্বরগে মরতে ॥
টাইবার স্রোত সহ মিশে রব অহরহ
'প্রতিহিংসা' 'প্রতিহিংসা' ধ্বনিব কেবল !
জ্বলিব অনল বেশে মহাশব্দে দেশে দেশে
জ্বালাব ধরণী কুণ্ডে প্রতিহিংসানল ॥
অশনি-নিনাদ সম 'প্রতিহিংসা' শব্দ মম
কাঁপাবে ইটালীবাসী কাঁপাবে সংসার।
মাতিয়া রোমের যোধ 'প্রতিশোধ' প্রতিশোধ'
'প্রতিশোধ'—এই শব্দে ছাড়িবে হুঙ্কার।
"প্রতিশোধ" এই ধ্বনি বহিবেক প্রতিধ্বনি
আকাশ পাতাল মাঝে করিবে প্রচার।
উত্তেজিত হবে রক্ত উঠিয়া সমরাসক্ত
লইবেক প্রতিশোধ পাপের তাহার ॥
অভাগীর নিবেদন রোমে সেই দুরজন
প্রতিফল পায় যেন পাপের কারণে।
যে দুঃখ পেলাম আমি জানেন অন্তরযামী
এই মোর শেষ কথা তোমার চরণে ॥

অভাগিনী লুক্রেশিয়া

৩৭

আরক্ত শ্রীহীন দুটী আয়ত লোচন,
মলিন কাঞ্চন কান্তি বিরস বদন।
মানব লীলার স্থল সুখের সংসার,
মধুর প্রকৃতি, সদা আনন্দ-আগার,
হায়রে! সকলি এবে তাঁর শূন্যময়,
সমাচ্ছন্ন তিমিরেতে দিক চতুষ্টয়।
মরি! অকারণে হেন অনিষ্ট ঘটন!
ভবিতব্য নিবারিতে পারে কোনজন?
বিষম বিষাদ-বহ্নি হৃদয় মাঝারে,
এ দুর্দ্দশা স্থির চিত্তে কে দেখিতে পারে?
অমূল্য রতন হেন করিলে হরণ
দুঃখের দমিতে বেগ পারে কোন্ জন?

৩৮

ভীমমূর্ত্তি প্রভঞ্জন উন্মত্ত সমরে
স্বভাবের শোভা যবে লণ্ডভণ্ড করে,
সহিয়া সে অত্যাচার প্রকৃতি সুন্দরী
বিষাদে গম্ভীর যথা—তেমতি আমরি!
স্তম্ভিত, সুস্থির, স্তব্ধ, বসি বিষাদিনী
নীরবে বলিছে যেন আপন কাহিনী।
বিন্দুমাত্র বারি হায় নাহি নেত্রপাশে
অগ্নিকণা নিঃসরিছে কবোষ্ণ নিশ্বাসে।

অশ্রুধারা—দুর্ব্বলের সহায় কেবল—
বাহিরায় মনোদুঃখ হইলে প্রবল ;
কিন্তু শোকবেগ থাকে তীব্র যতক্ষণ
ততক্ষণ দুঃখজলে ভাসেনা নয়ন ॥

৩৯

থামিল মরিতে গিয়া বিষাদে রমণী,
মরিল না সে মুহূর্ত্তে মরিলনা ধনী।
পত্র লিখে ইচ্ছা হ'ল পতির চরণ,
দেখিয়া ত্যজিতে দেহ ত্যজিতে জীবন।
এহেন সময়ে চিত্ত নাহি বলে কার ?
—"জনমের শেষ দেখা দেখি একবার।"
স্থির নেত্রে স্থির ভাবে রয়েছে বসিয়া,
চিত্রিত পুতলী সম আজি লুক্রেশিয়া ॥

চতুর্থ সর্গ।

১

প্রভাতে হাসিল রোম হাসে চরাচর।
পাপ দেখে লজ্জা পেয়ে
স্বভাবের শান্ত মেয়ে
পলাইল রোম ছাড়ি সহ শশধর ॥

দেখি হেন অত্যাচার
ক্রোধে নেত্র রক্তাকার
প্রতিফল দিতে রোষে উদিল ভাস্কর।
দুঃখ দেখে শোকাকুল
তুলিল বিহগ-কুল
"প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" স্বর।

২

হেন কালে কোলেটিন আপন ভবনে
একদিকে দেখা দিল
অন্যদিকে উপজিল
শ্বশুর তাঁহার মত্ত ব্রুটসের সনে।
লুক্রেশিয়া পাশে গিয়া
তিন জনে দাঁড়াইয়া
বিষাদে বিবর্ণ মুখ দেখিল নয়নে।
জনক, জীবিতেশ্বরে
দেখি বাক্য নাহি সরে
নীরবে রহিল ধনী বিষণ্ণ বদনে।
এই ভাব নিরখিয়া
চিন্তায় আকুল হিয়া
জিজ্ঞাসিল কোলেটিন মধুর বচনে।
"এই ভাবে আজি কেন ?
কি অশুভ হলো হেন ?
এরূপ বিষণ্ণ হয়ে বসে কি কারণে ?

ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ
কর প্রত্যুত্তর দান
উঠেছে অশেষ চিন্তা আমাদের মনে।”
কিন্তু কিছু না বলিয়া
পতি হস্তে পত্র দিয়া
পূর্ব্বভাবে রহে বামা আনত আননে ॥

৩

কৌতুহল-পূর্ণ চিত্তে
কোলেটিন পত্র নিল করে
খুলিল সে লিপি সন্দেহ ভঙ্গিতে
কৌতুহল তৃপ্তি আশে পড়িবার তরে ॥
হায় লুক্রেশিয়া পেয়ে অবসর,
হানে অস্ত্র নিজ বক্ষোপর।
সঘনে শোণিত ছুটে
প্রাণ নাশে জ্ঞান টুটে
পড়িল প্রবোধ-হীন তার কলেবর
ধরণী উপরে।

৪

সহসা সত্রাসে চাহি তিনজন,
বাঁচাইতে তারে করিল যতন।

কিন্তু রে জীবন তার
ত্যজিয়া সে পূর্ব্বাধার
গিয়াছে চলিয়া আসিবেনা আর,
আর বহিবেনা চারু দেহভার।

৫

রুধিরে আবৃত সুন্দর শরীর
ধুলায় লুটায়———সর্ব্বাঙ্গে রুধির!
নাসায় নিশ্বাস নাই
শরীর শীতল তাই
সংসারের লীলা হল অবসান
বিষাদিনী এবে ত্যজিল পরাণ।

৬

বিফল যতন দেখিয়া এখন
বিলপিল বৃদ্ধ অজ্ঞানের মত।
হায় রে পিতার করুণ পরাণ
দুহিতা বিয়োগে, দুঃখ সহে কত॥
শুক কোলেটিন মর্ম্মাহত পতি
সব স্বপ্ন সম জ্ঞান হয় তার,
নিজ চক্ষে দেখে না করে প্রত্যয়
বিচলিত চিত্তে চাহে চারি ধার।
কভু স্থির নেত্রে সেই পত্র পড়ে

কভু চাহে সেই শরীরের পানে
নিশ্চেষ্ট মুরতি দেখিয়া নয়নে
যে ব্যথা হৃদয়ে, অন্যে তা কি জানে ?

৭

সেই শেষ পত্র লয়ে একে একে
অন্য দুইজন পড়িল বিষাদে।
কভু ক্রোধবশে চঞ্চল ধমনী
কভু শোকাবেশে দুই জনে কাঁদে।
দেখি দুহিতার দেহ প্রাণহীন—
ভাসিলেক বৃদ্ধ নয়নের জলে।
হায় রে তা শুনি কে থাকে সুস্থির ?
বিদরে অচল, লৌহ যায় গ'লে॥
বিষাদে ব্যথিত দেখে কোলেটিন
প্রকৃতির বেশ যেন শোভাহীন,
যেন ভূমণ্ডলে নাহি অন্তঃসার
সব শূন্যময় জগৎ আঁধার।
কাঁদিতে লাগিল স্পুরিয়স্ বীর
হৃদয় তাহার হইল অস্থির।

৮

কহিল ব্রূটস্ আরক্ত নয়ন :—
"কি ফল হইবে বিলাপে এখন ?

এই অপমৃত্যু হায়!
নয়নে কি দেখা যায়?
এর প্রতিশোধ লইব এখনি।
টার্কুইন রক্তে ভাসাব ধরণী॥
ক্রোধানলে দেহ দহে
শিরায় শোণিত বহে
এই শেষ পত্র পড়িলে তাহার।
কোষ হতে এস খুলি তরবার॥"

৯

উঠিল ব্রূটস্ মৃত দেহ লয়ে
বাহিরিল, ত্যজি ভীষণ আলয়ে।
প্রকাশ্য বক্তৃতা গেহে
পশিল কম্পিত দেহে
সঙ্গেতে চলিল ক্রমে সর্ব্বজন
বলিল ব্রূটস্ সবারে তখনঃ—

১০

"শুন হে রোমীয় সব, শুন ভ্রাতৃগণ
তোমাদের কাছে করি দুঃখের রোদন।
তোমরা শুনিলে পর
স্থির হবে এ অন্তর
শুন আজি ব্রূটসের শুন নিবেদন,
শুন আজি পাগলের শুন হে বচন।

টাকুইন পাপ বংশ
রোম করিয়াছে ধ্বংশ
দেখ আজি ভ্রাতৃগণ মেলিয়া নয়ন।
দেখ দগ্ধ এ রোমের অদৃষ্ট কেমন॥
রোমের রমণীগণ
পবিত্রতা পূর্ণ মন
তাদের উপর দেখ একি অত্যাচার।
সেক্সটস্ পাপিষ্ঠের দেখ ব্যবহার॥
প্রকাশিয়া পশুবল
কাঁদাইয়া চলাচল
করিয়াছে পবিত্রতা নষ্ট অবলার।
করিবেনা তোমরা কি এর প্রতিকার?
অই যে রোমের নারী
এ কষ্ট সহিতে নারি
ত্যজিয়া এ দগ্ধ রোম গেছে লোকান্তরে।
ভাবিলে কালাগ্নি যেন জ্বলে কলেবরে॥
পবিত্র রোমের কুলে
কলঙ্ক দিয়েছে তুলে
আকাশ হইতে এবে দেখ দেবগণ।
দেখ দগ্ধ এ রোমের অদৃষ্ট কেমন॥
বল এত অত্যাচার
সবে কত দিন আর

কত দিন রবে রোমে টার্কুইনগণ!
কত দিন হইবে না দুষ্টের দমন?
রোমীয়ের পরাক্রম
স্বাধীনতা নিরুপম
এই কি? ইহার নাম রোমের শাসন?
এইকি সভ্যতা রোমে? ও হে সভ্যগণ!

১১

ওই মৃত দেহ পানে ফিরাও নয়ন,
ওই মৃত দেহ আজি কর দরশন।
শুন হে রোমের যোধ
নীরবে লইতে শোধ
বলিতেছে ও নারীর বিগত জীবন।
কেমনে বধির হলে?—করহ শ্রবণ॥
থেকোনা নীরবে আর
ক্ষমিওনা বার বার
ভয়ানক অত্যাচার সহেছে রমণী
তথাপি কি উষ্ণ নয় রোমের ধমনী?
দেখ নেত্র উন্মীলিয়া
ভগিনী, নন্দিনী, প্রিয়া,
তোমাদের যত নারী হেথা বাস করে;
তাহাদের স্নেহ কি হে করনা অন্তরে।

ক্ষমতা থাকয়ে যদি
টার্কুইন রক্তে নদী
এস প্রবাহিত করি এখনি সকলে।
ভূভার হরণ এস করি বাহুবলে॥
রোমের স্বর্গীয় নাম
হয়েছে কলঙ্ক ধাম
এস সে কলঙ্ক আজি বিমোচন করি।
এস হে রোমীয়গণ কর্ম্ম পরিহরি
ধর করে অসি ধর
বীর দর্পে নৃত্য কর
লোহিত সলিলে যেন শোভে টাইবার,
শীঘ্র বীর সাজে সাজ বিলম্ব কি আর?
কি আর অধিক কব
রোম! যারা পুত্র তব
বিন্দুমাত্র তব রক্ত থাকিলে হৃদয়ে,
এখনি সাজিবে তারা পাপ-কুল-ক্ষয়ে।

১২

অহঙ্কারী টার্কুইন হয়েছে ভূপতি,
অহঙ্কারে লয় নাই প্রজার সম্মতি,
প্রজার ক্ষমতা সব
করিয়াছে পরাভব

সাধ্যমত অত্যাচার করেছে নিশ্চয় ;
সেই মত সেক্সটস্ হবে দুরাশয়॥
শুনিলেই জন্মে ত্রাস
বলে পবিত্রতা নাশ
করিয়াছে অবলার সেই, দুরাচার।
অনেক সহেছ, বল সহিবে কি আর ?
বিখ্যাত কুকর্ম্ম যার—
টার্কুইন—পিতা তার
পাপিনী টুলিয়া দুষ্টা তাহার জননী ;
ব্যবহারে ভুজঙ্গিনী আকারে রমণী॥
রোমের দুর্ভাগ্য, হায় !
সকলি শোভিবে তায়
পিতা যার অত্যাচারী জানে হে মেদিনী,
প্রসিদ্ধা জননী যার জনক-ঘাতিনী।
এ বংশে না হবে কেন
শত অত্যাচার হেন
কি হয়েছে ? বাকি আছে কত হতে আর,
এই বেলা এস তার করি প্রতিকার।
এই দেখ প্রাণহীনা
রোমের রমণী দীনা
অচেতন হিম অঙ্গ রয়েছে পড়িয়া ;

হয় নাকি কষ্ট মনে এ সব দেখিয়া ?
এই ছুরিকার ঘায়
লোকান্তরে গেছে হায় !
পবিত্রতা-নাশ দুঃখে, রোমের ললনা ;
কভু কি সহিতে পারে ? পারে কি ? বলনা।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
সঘনে নিশ্বাস বয়
বিদীর্ণ হৃদয় এর করি দরশন
জাগ বীরদর্পে জাগ রোমবাসিগণ !"

১২

নীরব হইল ধীর এতেক বলিয়া
রোমীয় হৃদয়ে রক্ত উঠিল নাচিয়া
বীরমদে মত্ত সবে
নিনাদিল বীররবে
বীর সাজ পরিলেক রোমীয় সকলে
কাঁপাইয়া ধরাতল বীরদর্পে চলে।

১৩

এক বাক্যে এবে সবে করিছে চীৎকার।
"জাগ রোম, বীরদর্পে নাচ টাইবার।"
অস্ত্রাদির সুপ্রভায়
নয়ন ঝলসে হায় !

একমন—এক প্রাণ—বিভিন্ন আকার।
করিবে রোমীয় সবে মৃত্যু প্রতিকার॥

১৪

"জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন
জাগ রোমবাসি জাগ রে এখন,
জগৎ কাঁপাই এস সবে ভাই
রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই
একমন হয়ে করে অসি লয়ে
এস বীরদর্পে করিব গমন।

১৫

সপ্ত গিরি শিরে জুড়ায়ে শরীরে
করে অসি লয়ে ভ্রমি ধীরে ধীরে,
বীর দর্পে মাতি নাশিব অরাতি
পোহাবে এখনি বিষাদের রাতি
টার্কুইন দলে সগর্ব্বে সবলে
দূর করে দিব এস হে এখন।

১৬

এত অত্যাচার সহিব না আর
মরণের শোধ লব অবলার
স্বাধীনতা মণি জ্বলিবে এখনি
রোমের বিক্রমে কাঁপিবে অবনী
দিব দূর করে পাপিষ্ঠ নিকরে
সমুন্নত রবে আমাদের মন॥

১৭

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন
জাগ রোমবাসি জাগ রে এখন,
জগৎ কাঁপাই এস সব ভাই
রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই,
একমন হয়ে করে অসি লয়ে
এস বীরদর্পে করিব গমন ॥

১৮

এই পুণ্য দেশ কলঙ্কের লেশ
বহেনি কখন ; এখন অশেষ
কলঙ্কের ভার অন্তরে ইহার
দেখিয়া আমরা সহিব কি আর ?
এস সব যোধ লব প্রতিশোধ
পাবে প্রতিফল টার্কুইন-গণ ।

১৯

দেখুক অমর দেখুক কিন্নর
দেখুক মানব ধরণী উপর,
রোমীয় সকলে অত্যাচারিদলে
সগর্ব্বে দলিবে চরণের তলে
জুড়াবে পরাণ উড়ায়ে নিশান
জয় জয় রবে মাতাবে ভুবন ।

২০

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন
জাগ রোমবাসি জাগরে এখন,
জগৎ কাঁপাই এস সব ভাই
রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই
একমন হয়ে করে অসি লয়ে
এস বীরদর্পে করিব গমন।

২১

বীরত্বে শোভিত ব্যাঘ্রের পালিত
রমুলস্ রোমে করেছে নির্ম্মিত
সে দেশে কি আর হেন অত্যাচার
কভু শোভা পায় ? খোল তরবার
রুধিরের ধারে রঞ্জি টাইবারে
এ কলঙ্ক এস করি বিমোচন।

২২

রোমানের জয়, রোমানের জয়,
গাও সমীরণ ত্রিভুবন ময় ;
লম্পটে নাশিতে দুরাত্মা শাসিতে
সেই পাপিষ্ঠের শোণিতে ভাসিতে
সবে রত হও করে অসি লও
বীরদর্পে আজি মাত সর্ব্বজন।

২৩

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন
জাগ রোমবাসি জাগ রে এখন
জগৎ কাঁপাই এস সব ভাই
রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই
এক মন হয়ে করে অসি লয়ে,
এস বীরদর্পে করিব গমন ॥

২৪

দেবের সমান আমরা রোমান
দেবদ্রোহিগণে করি পশু জ্ঞান
কাপুরুষ দলে, দলি পদতলে
কীর্ত্তি নিরুপম রাখিব ভূতলে
জাগ ভাই সব কর ঘোর রব
জয়ধ্বনি করি জুড়াও জীবন।

২৫

রোমানের জয় রোমানের জয়
গাও ইটালীর নগ-নদী-চয়
গাও লতাদল বিটপি-মণ্ডল
রোমানের জয় গাও চলাচল
এ গানের ধ্বনি বহ প্রতিধ্বনি
কর ত্রিভুবন আনন্দে মগন।

২৬

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন
জাগ রোমবাসি জাগরে এখন
জগৎ কাঁপাই এস সব ভাই
রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই
এক মন হয়ে করে অসি লয়ে
এস বীরদর্পে করিব গমন ॥"

২৭

কাঁপায়ে অম্বর কাঁপায়ে পাতাল
রোমবাসী সবে ছাড়িছে হুঙ্কার।
নৃপতি-ভবন করি আক্রমণ
শত শরাসনে দিতেছে টঙ্কার।
চরণ ধূলায় তপনে, হেলায়
মেঘের মতন করে আবরণ।
বর্ম্মে যত বীর আবরি শরীর
অসি চর্ম্ম করে করিছে গমন ॥
প্রহরী রাজার হাজার হাজার
হত-প্রাণ এবে ধূলায় লুটায়।
রুধিরের ধারে প্রাচীরের পারে
বহিতেছে নদী লোহিত ছটায়।
উঠে অগ্নিকণা, অসির ঝঞ্চনা
শ্রবণ-যুগল করিছে বধির।

মেঘে যেন খেলা করিছে চপলা
জীমূতের মন্দ্রে কাঁপিয়া অধীর।
ঘোর শব্দ শুনি পরমাদ গণি
চাহে সেক্সটস্ গবাক্ষ খুলিয়া।
বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁর করযোড়ে আসি
নমিল সকল সংবাদ বলিয়া॥
উঠে সেক্সটস্ ছাদের উপর
দেখিল বিশ্বাসী যতেক প্রহরী,
যুঝিছে সদর্পে সাহসের ভরে
যুঝিছে সকলে প্রাণপণ করি।
প্রহরী-সৈনিক-সঙ্খ্যার সহিত
আশা ক্রমে তারে চলিল ত্যজিয়া.
দেখি কাপুরুষ করে অসি লয়ে
আশ্রয় লইল গুপ্ত দ্বারে গিয়া॥
এক বার ভাবে "সম্মুখ সমরে
কলঙ্কিত প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।"
ভাবে আর বার "অযুতের মাঝে
কেন অকারণে হারাব জীবন?"
রণ-কোলাহলে বুঝিল এখন
ক্রমে রোমীয়েরা হয় অগ্রসর।
জীবনে মমতা পারে না ছাড়িতে
ঊর্দ্ধশ্বাসে এবে পলায় পামর।

চাহেনা পশ্চাতে চাহেনা সম্মুখে
পড়েনা নিশ্বাস আর নাসিকায়
রোমীয় বীরের তীরের মতন
ইট্রুরিয়া পানে আশুগতি ধায়।
শার্দ্দুলের ভয়ে অজের মতন
বিষধর ভয়ে মণ্ডুকের প্রায়,
বিড়ালের ভয়ে মুষিক যেমন
পলায় পামর ফিরিয়া না চায়।
তার পরিবার যেথায় যে ছিল
পলায় আতঙ্কে জীবন রাখিতে।
শিশু নর নারী ক্রমে আগুসারি
রোম পরিহরি পলায় ত্বরিতে॥
এ দিকে উন্মত্ত রোমীয় সকলে,
রাজগৃহ মাঝে চারিদিকে চায়।
পাপিষ্ঠ সে জনে করিয়া সন্ধান
কোন খানে আর দেখিতে না পায়।
"রোমানের জয়, রোমানের জয়"
এই মহারবে পূরিল ভুবন।
কাঁপিল মেদিনী কাঁপিল ইটালী
কাঁপিলেক রোম নৃপতি ভবন॥
সৈনিক সকলে নৃপতি প্রাসাদে
অগ্নিরাশি এবে করে প্রজ্জলিত,

উঠে ধুমরাশি ছাইল গগন
রোমের কলঙ্ক হলো অপনীত।
পাপিষ্ঠ সে কুলে প্রতিফল দিয়া
এক মন হয়ে রোমবাসিগণ
ভস্মরাশি করি রাজ সিংহাসনে
সাধারণ-তন্ত্র করিল স্থাপন।

২৮

সেক্সটসের সেই ভৃত্য পুরাতন
প্রাসাদের ধূম দেখিয়া গগনে।
বিষাদে গম্ভীর একাকী দাঁড়ায়ে
বলিতে লাগিল আপনার মনেঃ—

২৯

"উঠিতেছে ধূমরাশি অভ্র ভেদ করি,
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যেন সচল ভূধর।
যেন মদ-মত্ত করী করিছে বিহার
স্বর্গনদী তীরে ওই ভীষণ আকার
ওই চলে আকাশের পর।
দিবা অবসান প্রায় দেখিয়া এখন হায়
হয়েছে তমসাচ্ছন্ন দিক্ সমুদয়
ঘন ঘোর ধূমরাশি করেছে বেষ্টিত
রোমের নগর।

৩০

জ্বলিতেছে পুরাতন নৃপতি-ভবন
পাপানলে—রোষানলে—জ্বলিছে আমরি !
ব্রততী-ভূষিত চারু রাজ উপবন
গ্রাসিতেছে প্রজ্জ্বলিত ভীম হুতাশন
রাজকুল প্রতি ক্রোধ করি।
জ্বলিতেছে চারিধার ! অনল ভীষণাকার
রাশি রাশি কৃষ্ণধূম উদ্‌গারিছে মুহুঃ
কালানল যেন আজি ঘিরেছে প্রাসাদে
দয়া পরিহরি।

৩১

ঘোর রবে ফাটে গৃহ কর্ণ বধিরিতে
যেন প্রতিহিংসা শব্দে পূরিছে মেদিনী
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিবিধানিতে
সে অপমৃত্যুর আজি প্রতিফল দিতে
ভীম মূর্ত্তি জ্বলিছে অগিনি ;
বিহঙ্গাদি বৃক্ষোপরে অশিব চীৎকার করে
"ভস্ম হোক্ ভস্ম হোক্" পাপের আবাস
এই শব্দ অবিরত বহিতেছে যেন
আকাশ-নন্দিনী।

৩২

ঘোর শব্দ করি, বহিতেছে প্রভঞ্জন
কাঁপিতেছে চারি দিক্ তার ঘোর রবে
সে চারু প্রাসাদ, সেই রম্য উপবন,
সেই রাজমঞ্চ, সেই রাজ-সিংহাসন,
নিমেষেতে ভস্মরাশি হবে।
রোমের দেবতাগণ হইয়াছে ক্রুদ্ধ-মন
এসেছেন নিমেসিস্ প্রতিফল দিতে
পূরেছে ইটালী আজ বিধির বিধানে
ভৈরব আরবে।

৩৩

এ সংসার মনোহর বিস্তৃত কানন
পাপবৃক্ষ—এ কাননে শমীর আকার।
সংসার উদ্যানে লোক করিলে ভ্রমণ
হয় উল্লাসিত প্রাণ পুলকিত মন।
বিড়ম্বনা কিন্তু বিধাতার,
পাপরূপী শমীগাছে পরশিলে গিয়া কাছে
সহসা পুড়ায় বন ঘোর দাবানল।
ভস্মরাশি করে ফেলে, মধুরতা সব ;
ক্ষমতা অপার !

৩৪

অই দেখ অই দেখ রোমের নগরে
ভস্মরাশি প্রায় এবে রাজার আলয়,
অতি অত্যাচারে এই ফলিল রে ফল
অপহৃত হলো তার বিভব-নিচয়।
জ্বলিল পুরীতে আজি প্রতিহিংসানল,
নিবিল আশার দীপ সংসার ভিতরে ॥

৩৫

কি করিব আর? সকলি অসার
ফিরিবে অভাগা ফিরিবে সংসারে।
জ্বলুক জগত হোক প্রজ্জ্বলিত
দগ্ধ হোক স্মৃতি বিস্মৃতি-অনলে ॥"

৩৬

এত বলি বৃদ্ধ হইল নীরব,
নীরব নিশ্চল গম্ভীর মূরতি
স্থির ভাবে থাকি বিষণ্ণ বদনে
দেখিল কুটিল সংসারের গতি ॥

৩৭

ত্যজিয়া রোমের পুরী জনমের তরে,
গেলা চলি বিবাসিত টার্কুইন যত।
নিবিল সে প্রজ্জ্বলিত ভীম হুতাশন
ভস্ম হলো অট্টালিকা জনমের মত।

৩৮

সরলা হংসনাদিনী শ্যামা বরাননা
একত্র মিলিয়া যত পুরনারীগণ।
করিল মঙ্গলধ্বনি সমস্বরে সবে
হইল রোমের পুরী পুলকে মগন ॥

৩৯

যতেক রোমীয় বীর রাখিল যতনে
ব্রুটসের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ।
ইটালী-গৌরব সেই বীরের আকার
বহুকাল ইটালীতে ছিল বিদ্যমান ॥

৪০

ভৈরবী

মুঞ্জরিত কুঞ্জ মাঝে বিরলে বিপিন তলে।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে রঙ্গে চলে ভৃঙ্গদলে ॥

অসম সুষমাময়
সুচারু চম্পকচয়
আনন্দে আন্দোলি কর
সম্ভাষে মধুপকুলে ॥

আমরি অবোধ অলি
পাশরে কমল কলি
সুরস পরশ আশে
মুগ্ধ হয়ে গন্ধ ছলে ॥

আশার আশ্বাসে আগে
মকরন্দ অনুরাগে
চম্পকেরে অবলম্বি
মজে নিজ কার্য্য ফলে ॥

সংসার নিকুঞ্জ বনে
নারীনর অলিগণে
পাপরূপী চম্পকেরে
সুখময় ভেবে চলে ।

প্রবঞ্চিত প্রলোভনে
প্রথমে মানবগণে
পাপে আলিঙ্গন করি
শেষে ভাসে দুখজলে ॥

সুখমধু যার লাগি
পাপ ফুলে অনুরাগী
সে মধু সেখানে নাই
বিষাদ সে সুখস্থলে ॥

সম্পূর্ণ ।

নির্ঘণ্ট।

ইট্রুরিয়া—ইটালীর অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ।

কোলেটিন, কোলেটিনস্,—জনৈক সম্ভ্রান্ত রোমীয় সৈনিক, লুক্রেশিয়ার স্বামী।

জুপিটর,—গ্রীক ও রোমীয়দিগের দেব বিশেষ; ইনি এদেশের ইন্দ্র স্থানীয়, ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও বজ্রধারী।

টাইবার—স্বনাম প্রসিদ্ধ ইটালীয় নদ বিশেষ। ইহার তীরে রোম নগর অবস্থিত।

টার্কুইন—লুশিয়স্ টার্কুইনিয়স্, রোমের তদানীন্তন শেষ অধীশ্বর, সেক্সটসের পিতা।

টুলিয়া—রোমরাজ সার্ব্বিয়স টুলিয়সের কন্যা। এই পাপীয়সী আপনার প্রথম পতিকে বিনষ্ট করিয়া টার্কুইনকে বিবাহ করে। রাজ্যলোভে টার্কুইন টুলিয়সের প্রাণ সংহার করিয়া তাঁহার মৃত দেহ রাজবর্ত্মে নিক্ষিপ্ত করিলে—টুলিয়া পিতৃরক্তে পদদ্বয় রঞ্জিত করিয়া তদুপরি শকটারোহণে গমন করিয়াছিল।

নিমেসিস্—রোমীয়দিগের প্রতিহিংসার দেবতা। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিলে তাহার প্রতিবিধান করাই এই দেবীর কার্য্য।

ব্রূটস্—ইনি মার্কস জুনিয়সের পুত্র। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা টার্কুইন হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ইনি পাগলের বেশে অবস্থান করিতে ছিলেন। লুক্রেশিয়ার মৃত্যুর পরে ইঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া রোমীয়গণ টার্কুইনদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল।

রমুলস্—কথিত আছে কুমারীকালে আলবার রাজ কন্যা সিলভিয়ার গর্ভে রমুলস্ ও রিউমসের জন্ম হয়। শিশুদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে একটী ব্যাঘ্রী স্তন্যদানে উহাদিগের প্রতিপালন করিত। পরে কোন কৃষক দেখিতে পাইয়া শিশু দুইটীকে নিজ গৃহে লইয়া যায়। এতন্মধ্যে রমুলস্ রোমনগর নির্ম্মাতা। রোমীয়েরা এই গল্প বিশ্বাস করিত।

লুক্রেশিয়া—স্পুরিয়সের কন্যা, কোলেটিনসের পত্নী। ইতিবৃত্তে কথিত আছে রোমের অধীশ্বর টার্কুইন সসৈন্যে আর্ডিয়া নামক স্থান আক্রমণ করিতে গেলে একদিন শিবিরে সেক্সটস্, কোলেটিনস্ ও অন্যান্য কয়েক জন সেনা-নায়ক একত্র রহস্যালাপ করিতে ছিলেন। তৎকালে প্রত্যেকে আপনাপন পত্নীর রূপ গুণের প্রশংসা করেন, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া সকলেই লুক্রেশিয়াকে

সর্ব্বাপেক্ষা রূপ-গুণ-সম্পন্না স্থির করিলেন। লুক্রেশিয়াকে দেখিয়া অবধি সেক্সটসের মনে কামানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সুযোগ ক্রমে দুরাত্মা লুক্রেশিয়ার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া অর্দ্ধরাত্রে কৌশল ও বল প্রয়োগে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করে। এই অবমানের পর লুক্রেশিয়া আপন পিতা ও স্বামীর নিকট আনুপূর্ব্বিক অত্যাচারের কথা বলিয়া কলঙ্কিত জীবন পরিত্যাগ করেন।

সপ্তগিরি—রোমনগর, এস্কুলাইন্, ক্যাপিটোলাইন, এভেনটাইন, প্যালেটাইন, সিলিয়ান, কুইরিন্যাল ও ভেনিন্যাল,—এই সপ্ত পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত ছিল।

সেক্সটস্—টার্কুইনের পুত্র।

স্পুরিয়স্—লুক্রেশিয়ার পিতা।

হেলেনা—গ্রীশের অন্যতর নাম। গ্রীক শিল্পকরগণ গৃহ নির্ম্মাণবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিল।